# 36567 - যে ব্যক্তি কোরবানী করতে ইচ্ছুক তিনি যা কিছু থেকে বিরত থাকবেন

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি কোরবানী করতে ইচ্ছুক তার জন্যে কি চুল কাটা ও নখ কাটা জায়েয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ) বলেন:

কোরবানী করতে ইচ্ছুক কউে যদি যিলহজ্জ মাসের প্রবেশ করে; সটো চাঁদ দখোর মাধ্যমে হোক কংিবা যিলক্বদ মাসের ৩০ দনি পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে হোক, সে ব্যক্তির জন্য তার কোরবানীর পশু জবাই করার আগ পর্যন্ত চুল, নখ কংিবা চামড়ার কছিু অংশ কাটা হারাম। যহেতেু উম্মে সালামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসিে এসছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "যখন তোমরা যলিহজ্জ মাসের চাঁদ দখেব"। অন্য এক ভাষ্যে "যখন যলিহজ্জরে (প্রথম) দশক প্রবশে করবে এবং তোমাদরে কউে কোরবানী করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সে যনে তার চুল ও নখ না কাটে।"[মুসনাদে আহমাদ ও সহহি মুসলমি] অন্য এক ভাষ্যে এসছে যে, "কোরবানী করার আগ পর্যন্ত সে যনে তার চুল ও নখরে কোন কছিু না কাটে"। অপর এক ভাষ্যে রয়ছে "সে যনে তার চুল ও চামড়ার কোন কছিুতে হাত না দয়ে"। আর যদি সে ব্যক্তি (প্রথম) দশক শুরু হওয়ার পর কোরবানী করার নয়িত করে তাহলে যখন থকেে নয়িত করছে তখন থকেে এগুলো কাটা থকেে বরিত থাকব। নয়িত করার আগে এগুলো কটেে থাকলে সে জন্য কোন গুনাহ হবে না।

এ নষিধোজ্ঞার গূঢ় রহস্য হল: কোরবানীকারী ব্যক্তি হাজী সাহবেরে সাথে হজ্জরে একটি কর্মে অংশীদার হচ্ছনে। সটেি হচ্ছ- পশু জবাই করার মাধ্যমে আল্লাহ্র নকৈট্য হাছলি করা। তাই ইহরামরে কছিু বশৈষ্ট্যিরে ক্ষত্রেওে তনিি হাজীসাহবেরে সাথে অংশ গ্রহণ করছনে। সটো হচ্ছ- চুল ও ইত্যাদি কাটা থকেে বরিত থাকা।

এ বধিানটি কোরবানীকারীর জন্য খাস। পক্ষান্তরে, যার পক্ষ থকেে কোরবানী করা হচ্ছে তার সাথে এ বধিানটি সম্পৃক্ত নয়। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তোমাদরে কউে যদি কোরবানী করতে ইচ্ছুক হয়" তনিি বলনেনি যে, "তার পক্ষ থকেে কোরবানী করা হয়"। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবিাররে সদস্যগণরে পক্ষ থকেে কোরবানী করছেনে। কন্তিু, এমন কোন বর্ণনা আসনেি যে, তনিি তাদরেকে এগুলো কর্তন করা থকেে বরিত থাকার নর্িদশে দয়িছেনে।

এ দলিলের ভিত্তিতে কোরবানীকারীর পরিবারের জন্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলোতে চুল, নখ ও চামড়া কর্তন করা জায়েয। আর কোরবানীকারী ব্যক্তি যদি তার চুল, নখ কিংবা চামড়ার কোন কিছু কেটে ফেলেন তাহলে তার করণীয় হল আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা এবং পুনরায় এমন কর্ম না করা; তবে তার উপর কোন কাফ্‌ফারা বর্তাবে না। তবে এগুলো কর্তন করার কারণে তাকে কোরবানী করা থেকে বারণ করা হবে বিষয়টি এমন নয় যেমনটি কিছু কিছু আম মানুষ ধারণা করে থাকেন। আর যদি ভুলবশতঃ কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ এগুলো কেটে থাকেন কিংবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন চুল পড়ে যায় তাহলে এর জন্য সে ব্যক্তি গুনাহগার হবেন না। আর যদি এগুলো কাটাটা তার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে তিনি এগুলো কাটতে পারেন; এর জন্য তাকে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। যেমন- কারো নখ ভেঙ্গে যদি তার কষ্টের কারণ হয় তখন তিনি সে নখটি কেটে ফেলবেন। কিংবা কারো চুল যদি চোখের উপর নেমে আসে তাহলে তিনি সে চুলগুলো কেটে ফেলবেন। কিংবা কোন ক্ষতস্থানের চিকিৎসার জন্য যদি চুল কাটা প্রয়োজন হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে।